জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের প্রতীক 'নৌকা'
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক 'নৌকা'

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের সার-সংক্ষেপ

১. **স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা** • আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। • দলীয় প্রভাবমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃংখল প্রশাসন কায়েম। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিরূপণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন। • প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য বেতন কমিশন গঠন। • উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতীয় ঐকমত্যের ওপর গুরুত্ব দান এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

২. **আইন শৃংখলা** • অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, খুন, ডকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানিসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন। • পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ • আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা ও দমকল বাহিনীর মানোন্নয়ন।

৩. **দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম** • সম্পদ লুণ্ঠনকারী, অবৈধ সম্পদের মালিক ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. **কৃষক ও কৃষি** • স্বল্প ও ন্যায্য মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ। • প্রকৃত কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান। • কৃষি খাতে যথোপযুক্ত ভর্তুকি প্রদান। • অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আধুনিক চাষাবাদ চালু। • কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের মূল্য লাভজনক এবং স্থিতিশীল রাখার জন্য কার্যকর কর্মসূচী প্রণয়ন। • ভূমি সংস্কার। ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ। • মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুপালন আধুনিকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যাপকভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা। • ব্যাপকহারে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন। • পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।

৫. **শিল্পোন্নয়ন ও বাণিজ্য** • পোশাক, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, তামাক, চামড়া ও অন্যান্য রফতানীমুখী শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান। • তাঁতীদেরকে ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহ, তাঁত ঋণ মওকুফ ও ঋণ প্রদান। • ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প খাতকে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ দান এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন আর্থিক বাণিজ্যিক কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ না করা। • শিল্প ও বিনিয়োগ আইন-কানুন ও পদ্ধতি সহজীকরণ। • রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন করে এসব প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা। • অবাধ বাণিজ্য নীতির ভিত্তিতে আমদানী ও রফতানী বাণিজ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি।

৬. **শ্রমনীতি** • শিল্প বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি। • শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রচলিত শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিত্ত বিনোদন, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৭. **সরকারী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র** • রেডিও, টিভি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান। • সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্র সমূহকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর।

৮. **বিচার বিভাগ** • বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথককরণ।

৯. **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন** • ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের হাতে প্রদান এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদান।

১০. **শিক্ষা ও মানব সম্পদ** • প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন। • প্রতি থানায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সম্প্রসারণ। • ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ।

১১. **নারী ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন** • নারী সমাজকে মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ। • নারী নির্যাতন রোধ। • নারী শিক্ষায় অগ্রাধিকার প্রদান।

১২. **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা** • প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও প্রতি থানায় আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। • দুঃস্থ ও গরীবদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ।

১৩. **দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ কল্যাণ** • বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। • ছিন্নমূল নরনারী ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. **ভৌত অবকাঠামো** • প্রতিটি ইউনিয়নের সঙ্গে থানার এবং প্রতিটি থানার সঙ্গে জেলা সদরের সড়ক সংযোগ স্থাপন। • টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। • যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন। • প্রস্তাবিত পদ্মা, মেঘনা ও রূপসাসহ সকল বৃহৎ নদীর উপর সেতু নির্মাণ। • অভ্যন্তরীণ জলপথ ও নদী বন্দরসমূহের উন্নয়ন। • চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। • পল্লী বিদ্যুতের সম্প্রসারণ।

১৫. **পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ** • প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি, আনবিক শক্তি ও পানি সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দশ বছরের মধ্যে গোটা দেশের বিদ্যুতায়ন। • তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণ এবং বৈদেশিক প্রযুক্তি, সাহায্য ও পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি। • নদ-নদী খনন, জলাধার নির্মাণ, ভাঙ্গন রোধ ও স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকরণ।

১৬. **পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ** • দেশের অবহেলিত পশ্চাৎপদ উপজাতীয় অঞ্চলসমূহকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে উন্নীত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। • হাওড়-বাওড় অঞ্চল, ভাটি এলাকা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপাঞ্চলের সুষম উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৭. **ভাষা ও সংস্কৃতি** • শিল্প-সাহিত্য-নাট্যকলা ও অন্যান্য কলাশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। • অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল। • সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ।

১৮. **ক্রীড়া** • আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন।

১৯. **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা** • আধুনিক ও সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা। • সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপন।

২০. **পররাষ্ট্রনীতি** • সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। • বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি নবায়ন না করা। • ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধান। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টনের প্রশ্নেও বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণ।

২১. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি** • বিভিন্ন গবেষণা সংস্থাগুলোকে যুগোপযোগী ও উন্নীতকরণ।

দেশবাসীর কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার খোলা চিঠি

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী জনগণ ১৯৯৬ সালে অর্জন করলেন আরেকটি বিজয়। নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ধারণাকে গণদাবিতে রূপান্তর এবং সবশেষে গণদাবির চাপের মুখে বিএনপি সরকারের পতন আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। শত মানুষের প্রাণদান, বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীর কারা-নির্যাতন ভোগ এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনে সর্বস্তরের ও সকল পেশার মানুষের অংশগ্রহণের ফলে সূচিত হয় ছিয়ানব্বই সালের গণঅভ্যুত্থান। আর এ গণঅভ্যুত্থানের ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আসন্ন নির্বাচন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল যখন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেছিল তখন পতিত ক্ষমতাসীন সরকার এ ধারণাকে উদ্ভট ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন, পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ হতে পারে না। শুধু এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করতে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচনী প্রহসন। তাঁদের এ নির্বাচন দেশ ও বিদেশের কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। দেশের সংগ্রামী জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় বিএনপি'র অবৈধ সরকার, পতন হয় স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসনের, অবসান হয় এক কালো অধ্যায়ের।

৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের ফসল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই জনগণের সোনালি প্রত্যাশা পরিণত হয় হতাশায়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, সন্ত্রাস, নিপীড়ন, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দুর্ভোগ-দুর্ভিক্ষ, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার সহ দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে পতিত বিএনপি সরকার। উন্নয়নের কথা মুখে বললেও সেই উন্নয়ন শুধু বিএনপি'র নেতা-কর্মীদেরই হয়েছে, জনগণের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়ার দাবি জানাতে গিয়ে জীবন দিয়েছে দেশের ১৮ জন কৃষক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা আমাদের অন্ন জোগায়, তাঁদের হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয়নি বিএনপি সরকার। বিএনপি'র দুঃশাসনের কারণে ইয়াসমীন আর নূরজাহানের মতো অসংখ্য নারীকে জীবন দিতে হয়েছে এই সময়। মুখে ভারত বিরোধিতার কথা বললেও বিএনপি সরকার বাংলাদেশকে পরিণত করেছে ভারতীয় পণ্যের বাজারে। গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তাঁরা। ভারত, পাকিস্তান আর মায়ানমার (বার্মা) থেকে পুশ-ইন হয়েছে অগনিত মানুষ। নতজানু ও ব্যর্থ পররাষ্ট্র নীতির ফলে ভয়াবহ খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। পাকিস্তানের কাছ থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায়েও পতিত সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে যে অবৈধ সরকার ক্ষমতা জবর দখল করেছিল তার পতন ঘটাতে আত্মাহুতি দিয়েছেন আপনার আমার ভাই ১২০ জন মানুষ। শহীদের আত্মত্যাগে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের যে সুযোগ আপনারা পেয়েছেন তা যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ষড়যন্ত্র আর মিথ্যাচার ছাড়া পতিত বিএনপি সরকারের জাতিকে দেবার মতো আর কিছুই নেই। সুতরাং নতুন ষড়যন্ত্রের বিষয়েও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়তে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে, অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে, শহর-বন্দর-গ্রামে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার-সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে, নারীমুক্তি ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে, একবিংশ শতাব্দীর অগ্রযাত্রায় শামিল হতে, একটি আধুনিক এবং শিল্প উন্নত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কল্পে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনি আপনার ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবেন এটাই আমাদের কামনা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল সুযোগ্য নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিল। এ স্বল্প সময়ে দেশের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতির পুনর্গঠন, মুক্তিযুদ্ধে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েক হাজার সেতু-পুল নির্মাণ ও মেরামত পূর্বক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়, জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সদস্যপদ লাভ, ঘোড় দৌড়, জুয়া ও মদ নিষিদ্ধকরণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির খাজনা মওকুফ, ১১,০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ প্রায় ৩৭,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সরকারী চাকুরীতে আত্মীকরণ, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিককরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মাদ্রাসা বোর্ড পুনর্গঠন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা লাভের ৯০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেয়া, এক কোটি শরণার্থী মানুষের পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনীসহ একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা, সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা, বেসামরিক বিমান সংস্থা ও সমুদ্রগামী জাহাজ বহর গড়ে তোলা, অচল ও বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর চালু করা, শূন্য বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ গড়ে তোলা ১৯৭৩-৭৪ সনে ১২% প্রবৃদ্ধির হার অর্জন— ইত্যাদি জাতি গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সুকঠিন দায়িত্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র সাড়ে তিন বছরে দক্ষতার সাথে পালন করেছে। অতি অল্প সময়ে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। আর এ সবই সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আপনাদের অকুণ্ঠ আস্থা ও সমর্থনের কারণে। স্বাধীনতাউত্তর পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাঝে সরকার পরিচালনায় কিছু ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। সে ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। জনগণের রায় ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশকে আমরা পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর কবলমুক্ত করতে পেরেছিলাম। ইনশাল্লাহ্ আবারও যদি আমরা সরকার পরিচালনার জন্য আপনাদের রায় পাই, তা হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে আমাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এক সুখী, সমৃদ্ধ ও শোষণমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমাদের এ দেশ গরিব নয়, শোষণ-বঞ্চনাই আমাদের গরিব করে রেখেছে। এ দারিদ্র্যের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করব। কথায় নয়, কাজেই প্রমাণ হবে— ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল নয়, জনগণের সার্বিক কল্যাণই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আপনাদের সমর্থন ও সহানুভূতি কামনা করে।

প্রিয় দেশবাসী,

৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালোরাত্রিতে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রে আপনারা হারিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে। আর আমি হারিয়েছি আমার পিতাকে। আরও হারিয়েছি আমার মা, চাচা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়কে। তারপর আপনাদের মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার হারানো স্বজনদের। রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আপনাদের কল্যাণ সাধনই হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)
সভানেত্রী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

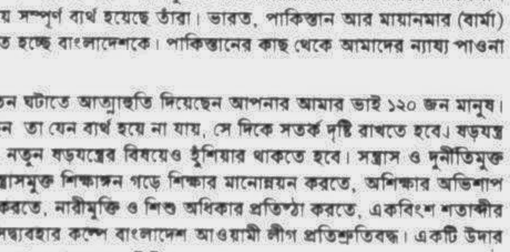

নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী যা বলেছেন—

- একটি সফল স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত নতুন রাষ্ট্র পরিচালনাকালে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক এবং ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
- আমার জীবনে চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। আমি শুধু আপনাদের দোয়া ও ভালবাসা চাই।
- আল্লাহর রহমতে ও জনগণের ভোটে দেশ সেবার সুযোগ পেলে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলব। সমতার ভিত্তিতে দেশের সকল অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেব এবং বাস্তবায়নের সর্বশক্তি নিয়োগ করব।
- আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করবে না এবং ফারাক্কার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করবে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করা হবে।
- ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করা হবে।
- আমরা সরকার গঠন করতে পারলে সে সরকার হবে আপনাদের সেবক, প্রভু নয়।
- সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি দেয়া হবে।
- দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু করা হবে। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- দশ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত করা হবে।
- ছাত্রদের হাতে অস্ত্র নয়, কাগজ কলম দেখতে চাই।
- সন্ত্রাসীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে, এমন কি আমার দলের হলেও।
- ব্যালটের মাধ্যমে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিন।
- প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি হুমকি প্রদর্শন জনগণ সহ্য করবে না।
- অস্ত্রধারী যে দলেরই হউক তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। যারা অন্যায় করে দলমত নির্বিশেষে তাদের বিচার করতে হবে।
- নৌকায় ভোট দিয়ে দেশের স্বাধীনতা পেয়েছেন, আরেকবার নৌকায় ভোট দিয়ে সকল ষড়যন্ত্র বানচালের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করুন।
- আমরা ছিন্নমূল ও বস্তিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত কলোনী তৈরী করে তাদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করব।
- অসহায় ও দরিদ্র বৃদ্ধদের জন্য পেনশন স্কীম চালু করব।
- বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করব।
- দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করব এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার করব।
- আমরা শান্তি চাই, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা চাই, দেশকে স্বাবলম্বী করতে চাই।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হবে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হবে।

দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নৌকা মার্কায় ভোট দিন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী প্রচার সেল কর্তৃক প্রচারিত

গ্রন্থনা ও শিল্প নির্দেশনা : গ্রাসরুট কম্যুনিকেশন